দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT. 0 2 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাদ্রাসা বোর্ডের ভুল ॥ খেসারত দেয় ছাত্ররা

আনোয়ার আলদীন ॥ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতারণার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট হইতে প্রতিদিন হাজার

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
...স্টান্দের দাখিল(সাধারণ) পরীক্ষার
নম্বর পত্র

[illegible] রোল [illegible]
[illegible] মাদ্‌রাসা হইতে অংশ গ্রহ...

আবশ্যিক বিষয়সমূহ

২		৩			
...ষি ২য় পত্র	মোট	ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ	ইংরেজী	মোট	...
১০০	২০০	১০০	১০০	২০০	...
৩৩	৬৬	৩৩	৩৩	৬৬	...
৫৫	৯৯	৫৩	৫৩	১০৩	...

১-৫ গ্রুপের মোট নম্বর	ঐচ্ছিক (অতিরিক্ত) বিষয় কৃষি তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	৬ মোট	যোগ্যতাযোগ্য নম্বর
১০০০			১০০	
৩৩০			৩৩	
৫৩৭	৩৮	৩৮	৭৫	৩৫

মাদ্রাসা বোর্ডের নম্বরপত্রে ৫৩+৫৩-এর যোগফল ১০৩ এবং ৩৮+৩৮-এর যোগফল ৭৫ লেখা হইয়াছে

মাদ্রাসা বোর্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাজার টাকা আত্মসাত করিতেছে। এই অসাধুচক্র মাদ্রাসায় বিভিন্ন ছাত্রের নামে ভুলে ভরা নম্বরপত্র ও সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতেছে। এই ভুল সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা দূর-দূরান্ত হইতে মাদ্রাসা বোর্ডে আসিলে বোর্ডের ঐ সার্টিফিকেট লেখক এবং ইহা নিরীক্ষকচক্র প্রতিজনের নিকট ভুল সংশোধন বাবদ ৫ শত হইতে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবী করিতেছে।

খোঁজ নিয়া জানা গিয়াছে, প্রতিদিন ৪০ হইতে ৫০ জন ছাত্র ভুলে ভরা মার্কশীট এবং সার্টিফিকেট সংশোধনের জন্য আসিয়া এ চক্রের শিকার হইতেছে। এই চক্রের সদস্যরা কেরানীর পদে চাকুরী করিয়াও একেকজন ঢাকা শহরে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়। ইহাছাড়া এই বোর্ডে কেহ কোন কাজ নিয়া গেলে ঘুষ ছাড়া তাহার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কড়ি ছাড়া কোন ফাইল নড়ে না। সম্প্রতি মার্কশীট উত্তোলন করিতে গিয়া ঘুষ না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকার বকশিবাজারস্থ মাদ্রাসা বোর্ডে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। আলিয়া মাদ্রাসার একদল ছাত্র বোর্ডে হামলা চালাইয়া এই ভাংচুর করে।

সাতক্ষীরা জেলার সুভাষিণী হাজী মেহেরুল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মাদ্রাসা বোর্ড হইতে প্রেরিত একটি নম্বরপত্র ইত্তেফাকে নিয়া আসে। মাদ্রাসা বোর্ড হইতে এই নম্বরপত্র তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়। আমিনুল এই নম্বরপত্র সংশোধনের জন্য বোর্ডে আসিলে লেখক ও নিরীক্ষক চক্র তাহার নিকট পাঁচশত টাকা দাবী করে, অন্যথায় ইহা সংশোধন হইবে না বলিয়া জানায়। এই নম্বরপত্রে দেখান হইয়াছে ফিকহ ও উসূলে ফিকহ বিষয়ে ৫৩ এবং ইংরেজী বিষয়ে ৫৩ পাইয়াছে। যাহার যোগফল হইবে ১০৬; কিন্তু দেখান হইয়াছেঃ ১০৩। আবার ঐচ্ছিক বিষয়ঃ কৃষিতে তত্ত্বীয়ঃ ৩৮ এবং ব্যবহারিকঃ ৩৮। যোগফল হিসাবে দেখানো হইয়াছেঃ ৭৫। কিন্তু যোগফল হইবে ৭৬। ইহাছাড়া প্রকৃত সেশন '৯৬-৯৭ হইলেও নম্বরপত্রে ১৯৯৫-'৯৬ লেখা হইয়াছে।